বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৩ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-04-2026 14:37 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৩ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

যুদ্ধের মধ্যেই বিরাট সুখ বর, গ্যাস সরবরাহ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করল কেন্দ্র

দুষ্কৃতী তাণ্ডবহীন ভোটের লক্ষ্যে 'দাগি'দের তালিকা তৈরি লালবাজারের, থানাগুলিকে নির্দেশ

২০০০০ কোটির ক্ষতি, আহমেদাবাদ দুর্ঘটনা! মেয়াদ ফুরনোর আগেই পদত্যাগ এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও'র

বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে

কমিশনের মাঝরাতের তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়েছিল ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। সোমবার রাতে বিবেচনাধীন অবস্থায় থাকা ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।এরপরেই মঙ্গলবার চাকদার সভা থেকে ভোটার তালিকা নিয়ে মুখ খুললেন মমতা ব্যানার্জি। কমিশনকে একহাত নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'কালকের তালিকা দেখলাম।৬০ লক্ষের মধ্যে উকুন বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ একাধিক জেলায় নাম বাদ পড়েছে। তবে ৩২ লক্ষের নাম উঠেছেও। বাকি নামও যাতে উঠে যায় ট্রাইব্যুনালে আমরা সেই চেষ্টা করব।'বিজেপিকেও একহাত নেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, 'রাজ্যের বাইরে থেকে লোক ঢোকাচ্ছে বিজেপি। বহিরাগতদের এনে বাংলার ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে।'বনগাঁর সভা থেকেও কমিশনকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, '৬০ লক্ষ বাদ দেওয়ার পর আমরা রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট সব জায়গায় গিয়েছি। তার জন্য ৩২ লক্ষ নাম যোগ হয়েছে।'তিনি আরও বলেন, 'বাকি যাঁদের নাম ওঠেনি, তাঁরা চিন্তা করবেন না। তাঁদের জন্য আমরা ট্রাইব্যুনালে যাব। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না।'রাজ্যে মোট বাদ পড়েছে ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জন ভোটার। কমিশনের প্রকাশ করা তালিকায় জানানো হয়েছে, সোমবার মাঝরাত পর্যন্ত বিবেচনাধীন অবস্থায় থাকা তালিকা থেকে নাম উঠেছে মোট ৩২ লক্ষ ৬৮

হাজার ১১৯ জনের।তবে এই তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা ফের ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে ট্রাইব্যুনালে আবেদনের পর নাম উঠলে এবং তাঁরা যদি প্রথম দফার ভোটার হন সেক্ষেত্রে তাঁরা এবার ভোট দিতে পারবেন না, এমনটাই জানিয়েছে কমিশন।সোমবারের শুনানিতে গোটা প্রক্রিয়াটা ট্রাইব্যুনালের ওপর ছেড়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রথম দফার মনোনয়ন জমার শেষ দিন ছিল সোমবার। নিয়ম অনুযায়ী, সোমবার প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার কথা।তবে ১৩ তারিখ পরবর্তী শুনানির আগে পর্যন্ত আশা রাখতে হচ্ছে ভোটারদের। কমিশনের দেওয়া তালিকা মারফত জানা গিয়েছে, ৬০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৫ জন ভোটার বিবেচনাধীন ছিলেন।তবে কমিশন জানিয়েছে, ৬০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৫ জনের মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫১২ জনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে এদিনের তালিকায়। বাকি থাকা ২২,১৬৩ জনের ই-স্বাক্ষর এখনও করা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।জেলা ভিত্তিক হিসাব করলে সব থেকে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। সোমবারের তালিকা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ থেকে বাদ পড়েছে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৭ জনের নাম।এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত তালিকায় মুর্শিদাবাদ থেকে বাদ পড়েছিল ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২২ জনের নাম। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে বিবেচনাধীন অবস্থায় থাকা ভোটারদের মধ্যে বাদ পড়েছেন মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৬ জন। এর পাশাপাশি মালদা জেলা থেকে বাদ পড়েছে মোট ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৩০ জনের নাম।

রাজ্য বিজেপিতে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত

শুভেন্দুর সঙ্গী শাহ-প্রধান, দিলীপের রেখা গুপ্ত!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একদিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, দু'জনেই এসেছিলেন দলীয় প্রার্থীর মনোনয়নের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে। রাজ্যের দুই প্রান্তে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন কলকাতায়, ভবানীপুরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কেন্দ্রে তাঁরা 'বাজি' শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে। সেইসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা যখন নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তখন সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন খড়গপুরে। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি এবং ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে। যেখানে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শুভেন্দুও। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি সাধারণ বলে মনে হলেও রাজনৈতিক মহলের মতে বিষয়টি খুব একটা হালকা বিষয় নয়। রাজ্য রাজনীতিতে শুভেন্দুর উত্থান বাম আমলে। নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জির খুব কাছের সঙ্গী ছিলেন শুভেন্দু। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে প্রবেশ। গণ আন্দোলনের অতীত। যে সময়টা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন সেই সময়টা সাংসদ ছাড়াও রাজ্যে মন্ত্রী হিসেবে সামলেছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে ভোটের লড়াইয়ে হারিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জিকে। যদিও এই জয় নিয়েও বিতর্ক আছে। তৃণমূল একাধিকবার অভিযোগ করেছে গণনা কেন্দ্রের মধ্যে 'লোডশেডিং' করিয়ে নিজের অনুকূলে ফল টেনে নিয়েছিলেন তিনি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সেই দলেও শুভেন্দু যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই আছেন। সোজা বাংলায় যদি বলা হয় তাহলে একথা বলতেই হবে রাজ্য রাজনীতিতে শুভেন্দু সবসময়ই একটি আলোচিত চরিত্র। অন্যদিকে আরএসএস থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া দিলীপ দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব যেমন সামলেছেন তেমনি সামলেছেন সাংসদ ও বিধায়কের দায়িত্বও । ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দিলীপের সভাপতিত্বে এরাজ্যে বিজেপি যত আসন পেয়েছে তার রেকর্ড আগের কোনও সভাপতির নেই। সেইসঙ্গে নানা সময় দিলীপের বিতর্কিত মন্তব্যের যে 'রেকর্ড' আছে সেটাও কিন্তু অন্য কোনও সভাপতির নেই।মাঝে কিছুটা 'কোণঠাসা' হয়ে গেলেও শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যে দলের সভাপতি হওয়ার পর ফের দিলীপ রাজ্য রাজনীতিতে আবার স্বমহিমায়। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রার্থী। কিন্তু সকাল যদি দিনের সূচনা করে তাহলে এই ধারণা মাথায় আসতেই পারে শুভেন্দুর মনোনয়নের মিছিল যেভাবে গুরুত্ব পেল সেভাবে কি গুরুত্ব পেল দিলীপের মিছিল? যা ফের রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি করেছে কৌতূহল। তবে এর সঙ্গে আরেকটা বড় বিষয় জড়িয়ে আছে;দিল্লির নিয়ন্ত্রণ। অমিত শাহ যেভাবে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে প্রার্থী নির্বাচন হোক বা প্রচারের কৌশল;সবেতেই কেন্দ্রের ভূমিকা বাড়ছে। অর্থাৎ, মুখটা লোকাল হলেও, কন্ট্রোলটা থাকছে দিল্লির হাতেই।গত ২ এপ্রিল ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়নের সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাঁর কথাতেই শুভেন্দু এই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-04-2026 14:37 Page 3

আগামী ১২ ঘণ্টায় ট্রেনে উঠবেন না...

গোটা ইরানে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে তোলপাড় গোটা ইরান। কারণ? এদিন সকালেই ইজরায়েল হুঁশিয়ারি দিল, আগামী ১২ ঘণ্টায় গোটা ইরানেই যেন সকলে রেলপথ ও রেলযাত্রা এড়িয়ে যান। যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আগামী ১২ ঘণ্টায় কেউ যেন ট্রেনে না চড়েন। ট্রেনে উঠলেই ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী পার্সি ভাষায় এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে। সেই পোস্টটি ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানেই লেখা রয়েছে, আজ, মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত ইরানে ট্রেনে না চড়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা। ইরানের কোনও নির্দিষ্ট এলাকার নাম উল্লেখ করেনি ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী। অর্থাৎ গোটা ইরানের রেলপথেই বিপদ লুকিয়ে রয়েছে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এক্স হ্যান্ডেলের ওই পোস্টে ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী লিখেছে, ক্ষুন্নিজের নিরাপত্তার খাতিরে, আগামী ১২ ঘণ্টায় ট্রেনে উঠবেন না। আপনাদের অনুরোধ করছি। ট্রেনে চড়লে, রেলপথের আশেপাশে থাকলেও, আপনাদের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।এক রাতের মধ্যে ইরানকে শেষ করে দেব। ইতিমধ্যেই ইরানকে কড়া হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তৈল সরবরাহ পথ হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার জন্য তেহরানকে ডেডলাইন বেঁধে

দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই সময়ের মধ্যে যদি ইরান সমঝোতায় না আসে তাহলে মারাত্মক পরিণতি হবে। এমনটাই জানিয়েছেন ট্রাম্প। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার অবধি ইরানকে সময় দিয়েছেন ট্রাম্প। হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার জন্য। কিন্তু ইরান সে বিষয়ে এখনও কোনও উত্তর দেয়নি। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের নেতারা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আশানুরূপ কিছু এখনও হয়নি। ইরান আবার সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপরেই এল ট্রাম্পের এই হুমকি। তিনি বলেছেন, ‘ এক রাতেই দেশটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। সেই রাতটা আগামীকালই আসতে পারে।’ ট্রাম্প আরও বলেছেন, সময়সীমার মধ্যে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে না দিলে ইরানকে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। হুমকি দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, ‘ ইরানের সমস্ত সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এক সাক্ষাৎকারে এক উচ্চপদস্থ ইরানি আধিকারিক সরাসরি ওয়াশিংটনকে তোপ দেগেছেন। তাঁর দাবি, আমেরিকা ‘ স্থায়ী’ শান্তিতে আগ্রহী নয়। তবে পাকিস্তান যে একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তা স্বীকার করেছেন তিনি। তেহরান এখন সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে। এরপরেই এল ট্রাম্পের এই হুমকি।

সাবধানে সমুদ্রে !

সাগরপারের ছুটিতে কীভাবে থাকবেন নিরাপদে ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ লম্বা উইকেন্ড? ব্যস! কলকাতা কিংবা দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ছোটে সো-জা দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর। আরও একটু বেশিদিন ছুটি? ডেস্টিনেশন পুরী, গোয়া কিংবা আন্দামানের সাগরতট। কিন্তু পরপর দুই দুর্ঘটনা যে দেখিয়ে দিল নিরাপত্তার গাফিলতি কিংবা বেহিসেবী অসাবধানতাকে মোটেই ক্ষমা করে না সমুদ্র! সদ্য তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা-লেখক রাহুল অরুণোদয় ভট্টাচার্যের মর্মান্তিক মৃত্যু নাড়া দিয়ে গিয়েছে টলিউড ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনুরাগী মহল, আমজনতা সকলকেই। কার তরফে নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল, কী করে এমন ঘটল, তা নিয়ে চলছে তুমুল চাপানউতোর। তার রেশ কাটতে না কাটতেই তাজপুরে জোয়ারের সময়ে সমুদ্রে নেমে তলিয়ে গিয়েছেন সোদপুর ঘোলার বাসিন্দা চিকিৎসক দম্পতি। শোরগোল ফেলেছে এই দুর্ঘটনাও। এবং দুই ক্ষেত্রেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে ঝুঁকির দিকগুলো মাথায় রাখা এবং সাবধান থাকা ঠিক কতখানি জরুরি।ভারতে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে উপকূলরেখা। এ রাজ্যে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, তালসারি, শঙ্করপুর এবং আরও কিছু অফবিট ভার্জিন বিচ

সপ্তাহান্তের ছুটির জনপ্রিয় ঠিকানা। সমুদ্রপাড়ে ছুটি কাটাতে হলে কোন কোন ঝুঁকির কথা মাথায় রাখবেন?

বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা বরাবর বিভিন্ন জায়গায় সমুদ্র নানা সময়েই উত্তাল হয়ে ওঠে। বিশেষত, কালবৈশাখীর মরসুমে, বর্ষাকালে এবং নিম্নচাপের সময়ে।

সমুদ্রে, বিশেষত যে সমস্ত ক্ষেত্রে বা এলাকায় তার ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠার দুর্নাম রয়েছে, সেখানে চোরা স্রোত বয়ে যায় যখন তখন।

সমুদ্রের নীচে, নানা জায়গায় চোরাবালির গর্ত থাকে যাতে পা পড়লেই বিপদ।

কম জলে অনেকক্ষেত্রে সমুদ্রের তলায় ধারালো পাথর বা বোল্ডারের টুকরো থাকে, হাত-পা কেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে কম জলের নীচে সমুদ্র তটের হেরফেরে বা চড়ার কারণে কাদা বা বালির ঘূর্ণি তৈরি হয়। সেখানে জলের স্রোতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মন্দারমণি, তাজপুর, তালসারির মতো সৈকতে ভাটার সময়ে সমুদ্রে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত জল একেবারেই কমে যায়। আবার জোয়ার এলেই আচমকা গোড়ালি ডোবা জল, ঢেউ এবং স্রোতের টান একধাক্কায় অনেকখানি বেড়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে।

সাগরপাড়ে ছুটিতে যাওয়া তো আনন্দের ভাসা জন্যই। বিচ ভেকেশনে গিয়ে সমুদ্রে না নামলে মজাটাই অর্ধেক মাটি। তবে নিজের সুরক্ষার দিকটা আগেভাগে মাথায় রাখলে সমুদ্রে নামাও হয়, ছুটির আমেজ উপভোগও করা যায় পুরোদস্তর। সমুদ্রে তবে সাবধান থাকবেন কীভাবে?

সাগরপাড়ে ছুটির প্ল্যানের ক্ষেত্রে সবার আগে মাথায় রাখুন আবহাওয়ার দিকটা। বর্ষাকাল বা নিম্নচাপ তো বটেই, কালবৈশাখী কিংবা ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলে সমুদ্রে নামা এড়িয়ে যান।

যে সৈকতে যাচ্ছেন, সেখানে সাগরতটে কিংবা জলের নীচে চোরাবালি বা ঘূর্ণি আছে কিনা, থাকলে কোন কোন জায়গায় আছে, তা আগেভাগে জেনে নিন। হোটেলমালিক বা স্থানীয় বাসিন্দারা এ খবর দিতে পারবেন। ইন্টারনেটেও তথ্য পাবেন।

পুরোহিতের লাথিতেই আশীর্বাদ !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সচরাচর দেবতাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাওয়াই দস্তুর। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার এক মন্দিরে ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। সেখানে আশীর্বাদ মেলে পুরোহিতের লাথিতে! আর সেই ‘পবিত্র’ আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় প্রতি বছর ভিড় জমান অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা ও কর্নাটকের হাজার হাজার মানুষ। ভক্তদের বিশ্বাস, পুরোহিতের লাথিতেই লুকিয়ে আছে জীবনের সুখ -শান্তি। মোক্ষলাভের উপায় জানা গিয়েছে, কুর্নুলের বিখ্যাত শ্রী সিদ্ধ রামেশ্বর মন্দিরে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের উৎসবে এই অদ্ভুত নিয়ম পালন করা হয়। গত ২ এপ্রিল শিবের ‘রথযাত্রার’ মাধ্যমে এই উৎসব শুরু হয়েছিল। উৎসবের তৃতীয় দিনে ধুমধাম করে পালন করা হয় শিব-পার্বতীর বিয়ে। তবে মূল আকর্ষণ ছিল ৫ এপ্রিলের অনুষ্ঠান।বিয়ের নিয়ম মিটতেই মন্দিরের বাইরে লাইনে দাঁড়ান শয়ে শয়ে ভক্ত। মাথায় দেবতার মূর্তি আর হাতে ত্রিশূল নিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসেন পুরোহিত। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, সেই সময় পুরোহিতের শরীরে স্বয়ং ‘বীরভদ্র’ ভর করেন। নাচের তালে তালে তিনি সামনে থাকা ভক্তদের সজোরে লাথি মারতে থাকেন। অবাক করা বিষয় হলো, ভক্তরা এই লাথি খেয়ে ভয় পাওয়া তো দূর অস্ত, বরং আশীর্বাদ পেতে আরও এগিয়ে যান।স্থানীয়দের মতে, পুরোহিতের লাথি খেলে জীবনের সব বিপদ কেটে যায়। কেউ মনে করেন এতে ভালো চাকরি বা সুস্বাস্থ্য মেলে, আবার কারও বিশ্বাস এর ফলে ‘মোক্ষলাভ’ হয়। ৫০০ বছরের পুরনো এই প্রথা আজও একইরকম। লোককথা অনুযায়ী, একসময় শিব-পার্বতীর বিয়েতে ভক্তদের ভুলে রুষ্ট হয়ে মহাদেব বীরভদ্র রূপে দেখা দিয়েছিলেন। সেই থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। আজকের যুগের তরুণরাও পূর্বপুরুষদের এই ‘বিচিত্র’ রীতিকে মর্যাদার সঙ্গে টিকিয়ে রেখেছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-04-2026 14:37 Page 4

পুলিশের গাড়িতে মনোনয়ন কেন্দ্রে তৃণমূল নেতা !

সাসপেন্ড নৈহাটির আইসি

নয়া জামানা, নৈহাটি ঃ মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়কে তিনি পুলিশের গাড়িতে বারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।ঘটনা ঘটে সোমবার, যখন রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। দুপুরে তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে নিজের মনোনয়ন জমা দিতে বারাকপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। অভিযোগ অনুযায়ী, চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়ও এ সময় পুলিশ গাড়িতে বরাবর তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। এরপর পুলিশ গাড়ি থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় নামছেন এমন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়।ভিডিওটি সরাসরি যাচাই করা হয়নি, তবে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ভিডিওটি শেয়ার করে দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন চেষ্টা

করছে, বাংলার পুলিশ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক। কিন্তু অভ্যাস অভ্যাসই থাকে। যে গাড়ি থেকে নৈহাটি পুরসরের চেয়ারম্যান নামছেন, সেটি বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গাড়ি।তিনি নির্বাচন কমিশনকে ট্যাগ করে আইসির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।নির্বাচন কমিশন তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেন এবং রাতেই নৈহাটি থানার আইসি মহাবীর বেরাকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দেন। কমিশন সূত্রে জানা যায়, এটি নির্বাচনকালীন পুলিশিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার অংশ।সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রথম দফার ভোট আগামী ২৩ এপ্রিল। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে এই ঘটনা রাজনৈতিক বিতর্কে ভাটা দিয়েছে।ভোটপ্রক্রিয়ায় কোনও প্রার্থী বা স্থানীয় প্রশাসনের অসঙ্গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কমিশন কঠোর ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি, দুশ্চিন্তায় কৃষকরা

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ সোমবার রাতের প্রবল ঝড়-বৃষ্টি জেলার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি একপ্রকার তছনছ করে দিয়েছে। বিশেষ করে বোরো ধানের ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা চলা এই দুর্যোগে সবং, পিংলা, ডেবরা, নারায়ণগড়, দাঁতন ও খড়গপুর লোকালসহ একাধিক কৃষিপ্রধান এলাকার চাষিদের ফসল মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঝড়ের তীব্রতায় অনেক ক্ষেতের ধান গাছ ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, আবার কিছু ক্ষেতের জমি জলমগ্ন হয়ে পুরো ফসল ডুবে গেছে। বিশেষ করে যেসব জমিতে ধান কাটা প্রায় শুরু হওয়ার মুখে ছিল, সেই ক্ষেতের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। অনেকে ১০,১৫ বিঘা জমিতে চাষ করেছিলেন, আবার কিছু কৃষক মাত্র ২,৩ বিঘা জমিতেই সংসারের ভরসা রেখেছিলেন। অনেক চাষি ফসলের খরচ যোগাতে ঋণ নিয়েছিলেন, তাই

এই আকস্মিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়েছে।কৃষকরা জানান, প্রতি বছরই এই সময়ে কালবৈশাখীর দাপট থাকে, তবে এবার ঝড়-বৃষ্টির তীব্রতা অনেক বেশি ছিল। ফলে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগও পাননি তাঁরা। এখনও একাধিক এলাকায় জমিতে জল জমে থাকার কারণে ভবিষ্যতে আরও ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে, ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ ব্যাপক বলে মনে করা হচ্ছে। অনেক কৃষক নতুন করে চাষের খরচ জোগাড় এবং ঋণ শোধ করার চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। তবে চাষিরা সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত আর্থিক সহায়তা না হলে বহু পরিবারই দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।

বামেদের ভোট ফেরাতে ব্যাটলশিপ পোটেমকিন প্রদর্শনী

সীতারাম মুখার্জী, নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ শূন্য বাম ভোটার পুনরুদ্ধারে নতুন ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে বাম সমর্থকরা। রবিবার শিল্পনগরের সিটি সেন্টার অঞ্চলে নন কোম্পানি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন হলে সেগেই আইজেনস্টাইনের শতাব্দীপ্রাচীন নির্বাক চলচ্চিত্র ব্যাটলশিপ পোটেমকিন প্রদর্শন করা হয়। এই উদ্যোগ মূলত দুর্গাপুরের শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করতে এবং বামপন্থী আবেগ পুনর্জাগরণের লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে।দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মূলত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নীতির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট নির্ধারণে আমেরিকার প্রভাব থাকে। সেখানে শ্রমজীবী মানুষের কথা থাকলে কিছু মানুষ আপত্তি করবেন। এই ধরনের সিনেমা দেখিয়ে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো উচিত।১৯০৫ সালের বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমায় রুশ যুদ্ধজাহাজ পোটেমকিনের নাবিক ও কর্মীরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেন। পচা খাবার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, অফিসারদের

শূন্য বাম ভোটার পুনরুদ্ধারে নতুন ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে বাম সমর্থকরা। শিল্পনগরের সিটি সেন্টার অঞ্চলে নন কোম্পানি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন হলে সেগেই আইজেনস্টাইনের শতাব্দীপ্রাচীন নির্বাক চলচ্চিত্র ব্যাটলশিপ পোটেমকিন প্রদর্শন করা হয়।

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং শহরের মানুষের সমর্থনের গল্প দিয়ে এই সিনেমা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।নন কোম্পানি হাউজিংয়ের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই এক সময় বাম মনোভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে কেউ তৃণমূল, কেউ বিজেপি সমর্থক। এমনকি কিছু বাসিন্দা রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেছেন। প্রদর্শনীর লক্ষ্য এই পুরনো আবেগ ও শ্রমিক আন্দোলনের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা।সংস্থার সম্পাদক সন্দীপ লাহা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সিনেমা দেখানো হয়নি। এটি শতাব্দীপ্রাচীন একটি চলচ্চিত্র, যার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই। তবুও, দুর্গাপুর চলচ্চিত্রচর্চা কেন্দ্রের এই উদ্যোগে দর্শক ও উদ্যোক্তা দলে প্রায় সবাই বাম সমর্থক ছিলেন।পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের প্রতিক্রিয়া ছিল, ছবিতে শ্রমিকের লড়াই সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাম আমলে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। এখন এই সিনেমা দেখিয়ে শ্রমিকদের ক্ষত পূরণ করা কতটা সম্ভব, তা প্রশ্নবোধক।

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি , গ্রামবাসীর বিক্ষোভে ভাঙ্গচুর, গ্রেপ্তার ১২

নয়া জামানা , আলিপুরদুয়ার ঃ নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আলিপুরদুয়ারে। ফালাকাটা ও সংলগ্ন শালকুমার এলাকায় সোমবার পরিস্থিতি একসময় প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ দায়ের হতেই রবিবার রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও ক্ষোভ কমেনি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সোমবার সকালে দোষীর কড়া শাস্তির দাবিতে শালকুমার এলাকায় পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পরে সোনপুর ফাঁড়ির ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে দেন। তবে সেখানেই পরিস্থিতি থামেনি।

অবরোধ ওঠার পর ক্ষুব্ধ জনতা অভিযোগকারীর বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং মিছিল বের করে। পুলিশ তাদের আটকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও কয়েকশো মানুষ একযোগে অভিযুক্তের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা ব্যাপক ভাঙ্গচুর চালায় এবং বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাও করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। প্রথমদিকে জনতার চাপে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলেও পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয় এবং এলাকা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনার খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ নিজেও ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ইতিমধ্যে ভাঙ্গচুর, অশান্তি ছড়ানো এবং আইনভঙ্গের অভিযোগে অন্তত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে আরও অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করেছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। এলাকায় যাতে নতুন করে উত্তেজনা না ছড়ায়, সেজন্য অতিরিক্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

প্রচারে গিয়ে জখম বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডালিম রায় সোমবার দিনভর নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই তিনি ময়নাগুড়ি স্টেশন মোড় এলাকায় পৌঁছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিজের পক্ষে সমর্থন চান এবং আসন্ন নির্বাচনে ভোট প্রার্থনা করেন। প্রচারের অংশ হিসেবে তিনি পাড়া-পাড়া ও গলি-ঘুপচি ঘুরে বিভিন্ন দোকানেও যান। দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন। এইভাবেই একাধিক দোকানে গিয়ে ভোটের আবেদন জানাচ্ছিলেন তিনি। এই সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। একটি ছোট দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় অসাবধানতাবশত দোকানের টিনের চালের সঙ্গে তাঁর মাথায় জোরে ধাক্কা লাগে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন এবং কিছুটা হতভম্ব অবস্থায় পড়ে যান। ঘটনা দেখে আশেপাশে থাকা দলীয় কর্মী-সমর্থকরা দ্রুত ছুটে আসেন। তাঁরা কোনও রকম দেরি না করে আহত অবস্থায় ডালিম রায়কে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেন এবং তাঁর মাথার আঘাত পরীক্ষা করেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-04-2026 14:37 Page 5

বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য

নদিয়া জেলার চোখ

জুড়নো বন বিনোদন

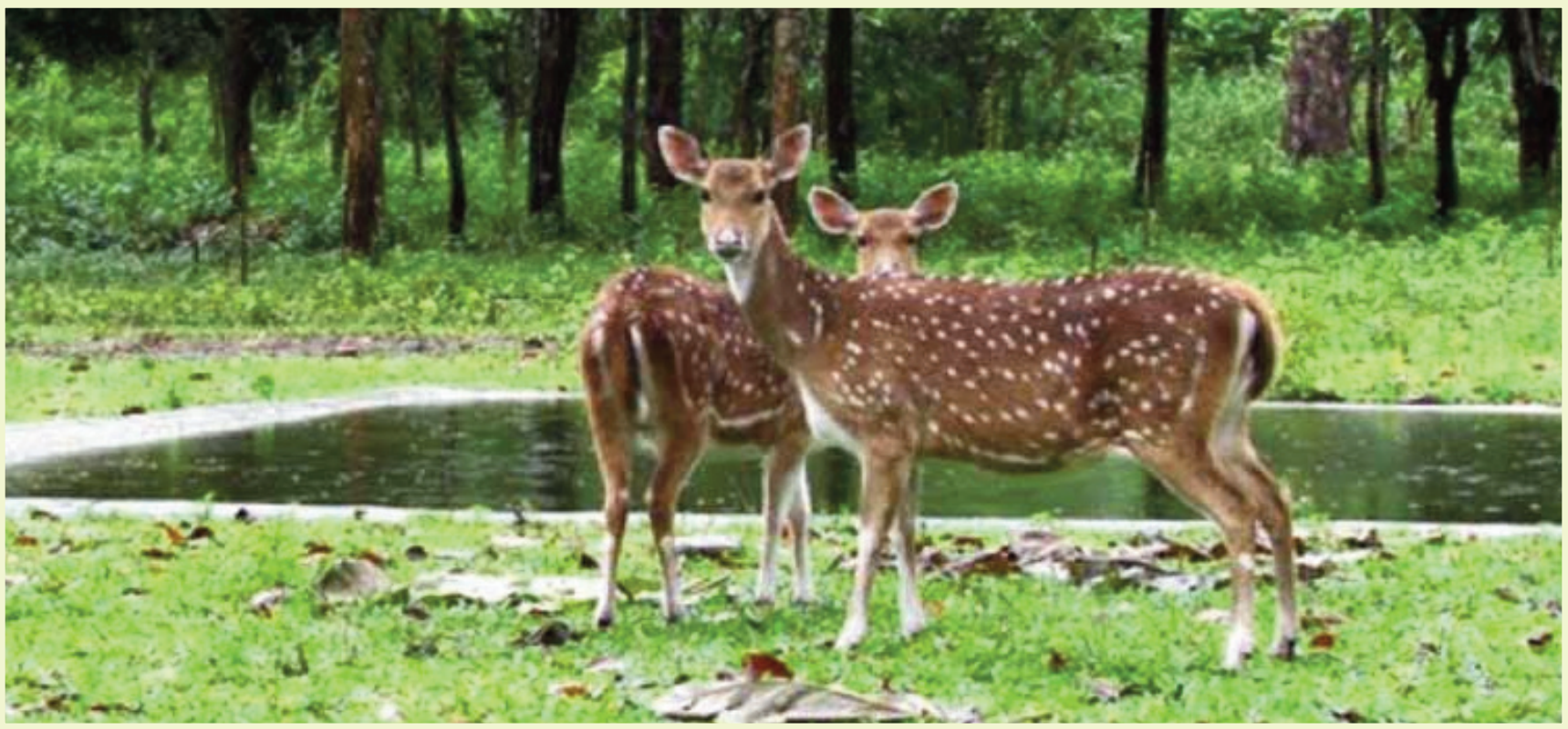

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ঘণ্টা চারেকের পথ। স্টেশন থেকেই মিলবে টোটো, অটো, রিক্সা। মিনিট দশ পরে পৌঁছে যাওয়া যাবে গন্তব্যে। চারিদিকে ঘন সবুজ বনানী। সোঁদা মাটির গন্ধে কেমন যেন নেশা লেগে যায়। জায়গাটির নাম, নদিয়া জেলার অন্তর্গত বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য। একেবারে জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝেই এখানে রয়েছে জঙ্গলবাসীদের সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগ। সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে তাই কম খরচে ঘুরে আসতেই পারেন বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য থেকে। বন্যপ্রাণী এবং নাম না জানা হরেক প্রজাতির গাছের মাঝে কাটিয়ে আসুন একান্তে নিরিবিলি একমুঠো অবসর। এখানে শাল, সেগুন, পিয়াল, তমাল, মেহগনি, অর্জুন আর নাগকেশর গাছ আর হরেক প্রজাতির গুল্ম মিলে সবুজ করে দেবে আপনার অবসরযাপন। জানা-অজানা হরেক প্রজাতির পাখির ডাক ভুলিয়ে দেবে আপনার শহুরে সত্তাকে।

'বেথুয়া' একটি শাকের নাম, আর ডহরী মানে জলাশয়। এই শাকের জলাভূমি ছিল বেথুয়াডহরি। নামকরণ হয় সেখান থেকেই। জঙ্গলের মধ্যে আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামাঙ্কিত মিউজিয়াম। প্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধিত অনেক তথ্য পাওয়া যায় সেখানে। অভয়ারণ্যে ঢোকার মুখেই রয়েছে আরও একটি চমক। তা হল, 'নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার'। যেখানে সযত্নে রাখা আছে নানা প্রজাতির প্রজাপতি থেকে পাখি, সাপ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি পশুপাখির রঙিন ছবি। নজরকাড়ে ছবির সুন্দর ধারাবিবরণী।

অভয়ারণ্যের নিয়মাবলী

বিশেষত বিপন্ন পশু, পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রায় চার দশক আগে নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় তৈরি হয়েছিল বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য। ১৬৭ হেক্টর সবুজ এলাকা জুড়ে এখানে সোনাজঙ্ঘা, চিতল হরিণ, ময়ূর, মুনিয়া, চন্দনাদের রাজত্ব। অরণ্যে ঢুকলে বোঝা যায়, এখানকার বাসিন্দাদের তালিকাটা আরও লম্বা। পাইথন, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল-মিলেমিশে রয়েছে সবাই। সুন্দরবনের আয়লার সময় বিপন্ন হয়ে পড়া বিরল প্রজাতির সারস সোনাজঙ্ঘাও আশ্রয় পেয়েছে এখানে। তবে দৈত্যাকৃতির পাইথন কিম্বা শান্ত চিতল হরিণীই বেথুয়াডহরির মূল আকর্ষণ।বর্তমানে রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে আরও সেজে উঠেছে বেথুয়াডহরির বনাঞ্চল। সময়ের সঙ্গে তাই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বেথুয়াডহরি। বর্তমানে শুধু আমাদের রাজ্য নয়, পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম ছাড়াও দিল্লি ও মুম্বই থেকেও বহুমানুষ আসছেন এই অভয়ারণ্য দেখতে। রাজ্য বনদপ্তরের ফেসবুক পেজ থেকে জানা যায়, করোনা পরবর্তীতে বহুদর্শক এখানে এসেছিলেন সবুজের টানে, যা গত তিন বছরের তুলনায় রেকর্ড। ১৯৫৮ সালে এই বিশাল বনভূমি প্রথম সরকারের অধীনে নথিভুক্ত হয়। যদিও একাধিক টানাপোড়েনের ফলে বেশ কয়েকবছর তার কোনও সংস্কার কাজ শুরু হয়নি এখানে। এরপর ১৯৮০ সালে একে সরকারিভাবে বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ার পর থেকেই নতুন আঙ্গিকে সেজে ওঠে পশিমবঙ্গের অভয়ারণ্যগুলি। বেথুয়াডহরিও তার ব্যাতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, গত কয়েকবছর আগে এক সরকারি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, এই অভয়ারণ্যের গভীরে রয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য ভেষজ উদ্ভিদ। পরবর্তীকালে প্রতিবছরের অরণ্যসপ্তাহে আরও বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় জোর দিয়েছে বনবিভাগ। রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একটি ফেসবুক বিবৃতিতে বলেছিলেন, বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য বাংলার গর্ব। তাই পরিকাঠামোর উন্নয়নে বছর কয়েক আগেই রাজ্যের তরফে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তিনি আরও জানান, নার্সারি বিভাগে আধুনিক প্ল্যান্টেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন গাছের চারাকে কিভাবে তৈরি করা হয় এবং কীভাবে সমস্তরকম পদ্ধতি মেনে পরিচর্যা করা হয় বন্যপ্রাণীদের সেগুলিও প্রত্যক্ষ করা সুযোগ রয়েছে এখানে।

বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে জঙ্গলের পথে বর্তমানে নদিয়ার পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে এই অভয়াণ্য। জানা গিয়েছে, গত ১ জানুয়ারি সাতশোর বেশি পর্যটক ভিড় করেছিলেন এখানে। ওই একদিনেই প্রায় এক লক্ষ টাকা প্রবেশ মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পর্যটন খাতে সরকারের আয়ও। বিশেষ করে শীতের মরশুমে ভিন জেলার পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। এখানে জঙ্গলের পথে নিশ্চুপে ঘুরতে ঘুরতে, মনের ক্যামেরায় আঁকা হতে থাকে ছবি। কোথাও অর্ধেক রোদ, কোথাও আবার ছায়া যেন বনপথের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। জঙ্গলের গন্ধ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অচিরেই হারিয়ে যেতে হয় গাছের ফাঁকে, ধূসর-সবুজ পথে। প্রজাপতি রঙ নিয়ে আসে পাখায় পাখায়, ঘিরে ধরে আচমকাই। ঠিক তখনই মনে হয় ফিরে না যাওয়াই ভালো। তবুও ফিরে যেতে হয়...

কীভাবে যাবেন?

রেলপথে শিয়ালদহ থেকে লালগোলাগামী ট্রেনে করে পৌঁছে যান বেথুয়াডহরি। এছাড়াও এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে করে সরাসরি যাওয়া যায়। আর গাড়িতে হলে এন.এইচ ৩৪ হয়ে কৃষ্ণনগর হয়ে পৌঁছে যান বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য।

কোথায় থাকবেন?

ডব্লিউ.এস.এফডি-এর কটেজ আছে জঙ্গলের মধ্যেই। রয়েছে বেদুইন যাত্রীনিবাস। তবে ছুটির মরশুমে সমস্যা এড়াতে যাওয়ার আগে থেকে বুকিং করে যাওয়াই ভালো। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।